মাথা ব্যথা ও মাইগ্রেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

ম্যাটেরিয়া মেডিকা ও রেপার্টরীসহ

মূল লেখক
Mary Paterson Blackmore and P.S Kamthan

অনুবাদক ও সম্পাদক
ডাঃ এস. কে. সমদ্দার

মডার্ন
পাবলিকেশন্স

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	মাথাব্যথা	৭
২.	আধকপালে মাথাব্যথা	৯
৩.	Section A – Headache form spine nape of Neck goes over head (মাথাব্যথা মেরুদন্ড ও ঘাড় হইতে সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পড়ে)	১০
৪.	Section B-Headache form forehead goes upward (মাথাব্যথা কপাল হতে আরম্ভ হয়ে উপড়ের দিকে উঠে)	১৮
৫.	Section C- Headache extends to any parts of the body (মাথাব্যথা শরীরের যে কোন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে)	২৪
৬.	Section D –Miscellaneous Headache (মাথাব্যথার সাথে অন্যান্য রোগের সংমিশ্রন)	৩১
৭.	Section E – মাথাব্যতার স্থান, গতি ও প্রকৃতি	৪৯
৮.	Section F – Headache of Homoeo Remedy at a Glance (একদৃষ্টিতে মাথাব্যথার কয়েকটি সাধারণ ঔষধ)	৬৫
৯.	Section G –one symptom one remedy with surety to cure of headache (মাথাব্যথা, একটি মাত্র লক্ষন ও একটি মাত্র ঔষধে নিশ্চিত আরোগ্য)	৭৬
১০.	Section H – Repatory on headache	৮১
১১.	Section I - রেপার্টরী চার্ট , Tytpe of headache	৮৮
১২.	Section J –Headache with menstruation	৯১
১৩.	Repatory (শিরপীড়া নির্ঘনট তৎসহ হোমিও ঔষধ)	১০২
১৪.	Symptoms of the eye	১০৮
১৫.	Peculiar Symtoms with remedy (আশ্চর্য লক্ষন ও তার প্রতিকার বর্ণক্রম অনুসারে)	১১৪
১৬.	How to make a case taking by Radar Opus homoeopathy Software	১৫১

মাথাব্যথা (Headache)

কাকে বলে ঃ যদি আমরা এক কথায় বলি যে মাথার যন্ত্রনাকে মাথা ধরা বলা হয় কিন্তু আসলে ইহা ঠিক নয় কারন মাথার যন্ত্রনাকে স্থানিক রোগ বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। সারা দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এর খুব নিকট সম্পর্ক আছে। মাথার যন্ত্রনার স্বরুপ উপলব্ধি করতে হলে কি কারনে মাথার যন্ত্রনা হয় তা বুঝতে হবে। মাথার যন্ত্রনা কোন একক রোগ নয়, ইহার পশ্চাতে কারন চিহ্নিত আছে, সেই কারনটি আগে বুঝতে হবে নতুবা মাথাধরা রোগটির চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। কি কারনে মাথাধরে তা বলতে গেলে হাজার কারন উল্লেখ করতে হয় তবুও যে গুলো প্রধান এবং যে কারণ গুলো সচারাচর দেখা যায় তার উল্লেখ করা প্রয়োজন। মাথা ধরা রোগটি অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র।

কারণ ঃ মস্তিস্কে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয় হলে (cerebral congestion)। নাকে সর্দি বেশি হলে মাথার খুলির মধ্যে অবস্থিত বায়ুকোষ বা বিভিন্ন সাইনাস গুলো আক্রান্ত হলে, চোখের দৃষ্টি শক্তির কোন গোলমাল দেখাদিলে, দাঁত, কান, মাড়ি প্রভৃতি স্থানের প্রদাহ হলে মাথার ভিতরে প্রদাহ, টিউমার, ফোঁড়া প্রভৃতি হলে। মাথার স্নায়ুর প্রদাহ হলে বিশেষ করে Trigeminal Nerve প্রদাহ হলে মাথায় অতিরিক্ত রক্তচাপ হলে, পাকাশয়ের গোলোযোগে, অজির্নতা গ্যাসটিক আলসার, পেপটিক আলসার প্রভৃতি রোগ হলে। লিভারের দোষে, পুরোনো কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে। নারীদের জরায়ু ব্যাধি থাকলে। মানসিক বা দৈহিক কারনবশত ইত্যাদি কারনে মাথা ধরতে পারে। শরীরের যে কোন গোলযোগ দেখাদিলে মাথাধরা লক্ষনটি প্রকাশ পেতে পারে। এখন এই কারনগুলো আমারা বিশ্লেষন করলে আমরা ইহাদের দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা মুখ্য কারন ও গৌন কারন। মুখ্য কারন-অর্শের রক্তস্রাব, রমনীদের মাসিক ঋতুস্রাব হঠাৎ অবরুদ্ধ হলে, বাতের বেদনা স্থিতি হঠাৎ কমে গেলে, খোসপাঁচড়া বা চর্ম উদ্ভেদ বসে গিয়ে, পরিশ্রম বন্ধ হঠাৎ অলস ভাবে কাটানোর জন্য ইত্যাদি কারনে মাথা যন্ত্রনা হতে পারে। **গৌন কারন**- রমনীদের অধিক দিন পর্যন্ত স্থায়ী ঋতু স্রাব হলে, শিশুদের অধিক দিন পর্যন্ত স্তন্য পান করালে, অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় হলে, হৃদপিন্ডের কোন যান্ত্রিক পীড়া দেখাদিলে, বাত,উপদংশ, ক্যান্সার, মজ্জাগত জ্বর প্রভৃতি দেখাদিলে, অন্ত্রে ক্রিমি সৃষ্টি হলে ইত্যাদি কারনে ইহা হতে পারে। উপরোক্ত মুখ্য কারন অথবা গৌন কারনে যে মাথা ধরা বা শিরঃপীড়া দেখা দেয় তাকে আমরা এক কথায় মস্তিস্কে রক্তসঞ্চয় জনিত শিরপীড়া বলতে পারি কিন্তু ইহা ছাড়াও আরো কয়েক প্রকার শিরপীড়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা- হেমবয়ড্যাল কনজেসটিভ হেডএক এবং এনিমিক হেডএক। অর্শবলীর রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে যে শীরপিড়া দেখাদেয় তাকে হেমবয়ড্যাল কনজেসটিভ হেডএক বলে। আবার কোন রমনীর জরায়ু জনিত দোষ থাকার ফলে মাসিক ঋতুতে

ভয়ানক অনিয়মিতার ভাব দেখা দেয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বা পরে, অল্প বা অধিক স্রাব হবার ফলেও মাথার যন্ত্রনা দেখাদিতে পারে ইহাকে এ্যানিমিক হেডএক বলে। ইহা ছাড়া আরও একটি বিশেষ কারনে মাথা ব্যথা দেখা দেয় তা হলো স্নায়বিক শিরপীড়া।এই পীড়া প্রধানত মস্তিস্কে রক্ত সঞ্চয় জনিত কারনে হয়ে থাকে। প্রধানত সিম্পেথিটিক নার্ভের দুর্বলতা হেতু নার্ভের মধ্যে রক্তাধিক্য এবং সেই নার্ভ মস্তক ও মুখের যে যে পেশীর উপরদিয়ে চালিত হয় সেই স্থানে বেদনার সঞ্চার হয়। স্নায়ু মন্ডলের দুর্বলতার জন্য এই পীড়া হয়ে থাকে। স্নায়বিক শিরপীড়ার কারন বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাই যে সেরিব্রোস্পাইনাল সিম্পেথিটিক নার্ভের গোলযোগ হেতু এই জাতীয় শিরঃপীড়া উদ্ভব হয়ে থাকে। এই সকল স্নায়ুর সঙ্গে মস্তিস্ক, লিভার, কিডনি, মূত্রযন্ত্র, অন্ত্র অতি ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। এছাড়া হৃদযন্ত্র, শ্বাসনালী, গলা, মুখ প্রভৃতি স্থানের স্নায় ও স্নায়ু শাখার সহিত সংশ্লিষ্ট এই জন্য বহুদূরের আভ্যন্তরিন কোন যন্ত্রের বিকৃত ও গোলযোগ দেখাদিলেই শিরপীড়ার সৃষ্টি হতে পারে।

লক্ষন ঃ- শিরপীড়ায় আক্রান্ত রোগীর মধ্যে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহল-

- মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রনা হয় এবং মুখমন্ডল রক্তিম আকার ধারন করে।
- মাথা সময় সময় দপদপ করে, কখনো বমি হয়, বমির ভাব দেখা দেয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য লেগেই থাকে।
- পেটে বায়ুর সঞ্চার হয় কখোনো কখোনো করোটির সাইনাস এ সর্দি জমে বা ইনফ্লামেশান হয় ইহাকে সাইনুসাইটিস বলে।
- অনেক সময় দুর্বলতায় মাথা ঘোরে, অনিদ্রা প্রভৃিতি লক্ষণ দেখা দেয়।
- শিরপীড়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই যে কোন সময় দেখা দিতে পারে।কখোনো এক সপ্তাহ ,কখোনো দুই সপ্তাহ কখোনো বা তিন সপ্তহ কখনো বা দু এক মাস অন্তর দেখা দিদে পারে
- বেদনা মস্তকের অর্ধেকাংশে বেশী হয় এবং মাথার যে পার্শ্বে বেদনা হয় সেই দিকের চোখ ফোলা থাকে এবং জলে পূর্ন থাকে।
- মাথার ধরার সময় বমি হয় এবং ইহাতে যে বমি হয় তা অম্ল ও পিত্ত পূর্ন হয়না।
- বমির লক্ষনটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কারন পৈত্তিক ও অজীর্ন জনিত কারনেও শিরঃপীড়া হয় এবং ইহাতে বমি হতে পারে তবে প্রভেদ এইযে, পৈত্তিক বা অজীর্ন জনিত শিরঃপীড়া আরম্ভ সঙ্গে সঙ্গে বমি হয় কিন্তু স্নায়বিক শিরঃপীড়া আরম্ভ হবার অনেক সময় পরে বমি হয়।
- অত্যন্ত দুর্বল ও স্নায়ু প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়ে থাকে।
- অনেক সময় মস্তিস্কের পাশে চোখের উপরিভাগে যন্ত্রনার আরম্ভ হয়ে থাকে।

আধকপালে মাধাধরা (Hemierania)

কাকে বলে ঃ মস্তস্কের এক পার্শ্বে সাময়িক রূপে যে, যে বেদনা প্রকাশ লাভ করে আধকপালে মাথা ব্যথা বলে। কখনো কখনো এই পীড়া বংশগত হয়ে থাকে। ইহাতে মস্তকের একদিকের অর্ধভাগের বেদনা সীমাবদ্ধ থাকে এবং সাধারনত সকালের দিকে আরম্ভ হয়। ইহা এক প্রকার যন্ত্রনা দায়ক শিরঃপীড়া। অনেক সময় ইহা দুরারোগ্য ব্যধিতে পরিনত হয় এবং কদাচিৎ সম্পুর্ন আরোগ্য লাভকরে।

কারণঃ একাধিক কারন বশত এই রোগ হতে পারে।পাকাশয় বা অনুভাবক স্নায়ুগুলোর (sensor nerves) গোলযোগ বশত মস্তকের অর্ধভাগে হয়, কেবল বামদিকে নতুবা কেবল বামদিকের ভ্রুর উপরি ভাগে এক প্রকার স্নায়ুশুল বা শিরঃপীড়া উপস্থিত হয়। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম প্রস্রাবের দোষ, বাত ইত্যাদি কারনে এই রোগ সৃষ্টি হতে পারে। সাধরনত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের এই রোগ বেশি হয়। ইহা স্নায়ুমন্ডল সম্ভুত রোগ। পিতৃকুলে,মাতৃকুলে এই রোগ থাকলে বংশধরদের এই রোগ হবার প্রবনতা দেখা দেয়। এই রোগের উল্লেখযেগ্য কারন গুলো হচ্ছে ঃ ১. দূষিত বাত জনিত কারন ২. অজীর্ন দোষ জনিত কারন ৩. পিত্ত জনিত কারন ৪.ক্রিমি জনিত কারণ ৫. মস্তিস্কের বিকৃতি জনিত কারন ৬. টিউবারকুলার জনিত কারন।

- দূষিত বাত জনিত রোগের লক্ষন ঃ এই পীড়ার আক্রমন মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। রোগীমনে করে মস্তিস্কের মধ্যে প্রচন্ড বেদনা এবং মস্তস্কের পেশী টেনে খিঁচে আছে। ইহার বেদনা কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এই লক্ষনটি দ্বারা অন্যপ্রকার শিরঃপীড়ার পার্থক্য সূচিত হয়। ইহা ছাড়া শরীরের কোন স্থানে বাতের বেদনা প্রকাশিত হলে শিরপীড়া ক্রমশ কমে যায়। অনেক সময় বাতের লক্ষন বাইরে প্রকাশ না হয়েও এই জাতীয় শিরঃপীড়া হতে পারে।
- অজীর্ন দোষ জনিত রোগের লক্ষন ঃ আহার্য বস্তু ভালোভাবে পরিপাক না হলে ধীরে ধীরে পুরাতন অজীর্ন রোগ সৃষ্টি হয়। ইহা হতে অনেক সময় শিরঃপীড়ার সৃষ্টি হতে পারে। শিরপীড়া আরম্ভ হবার পূর্বে প্রথমে অঙ্গ প্রতঙ্গ কামড়ানি, বেদনা, এবং মাথায় কোন ভারী বস্তু চাপানো আছে। এই চাপানো বেদনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি লাভ করে এবং রোগীকে যন্ত্রনা দিতে থাকে। ঘুমালেও এই বেদনা কমে না। উদারময় নারী দুর্বলতা সর্বদা গা বমি বমি থাকে কিন্তু বমি হয় না। জিহ্বার মধ্যে ফাটা ফাটা ও কাটা মত দেখায় । ইহা অতি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়।
- পিত্ত জনিত রোগের লক্ষন ঃ যকৃতের মধ্যে পিত্তথলী থাকে। সেই পিত্ত থলীর নিয়মিত পিত্ত নিঃসরন না হলে অথবা যকৃতের কোন প্রকার দোষ হেতু এই প্রকার শিরঃপীড়া সৃষ্টি হতে পারে। ইহাতে যন্ত্রনার ভাব ততোটা তীব্র হয়না। তবে মাথার মধ্যে একটা গোলমাল বোধ সর্বদাই থাকে, আহারে ইচ্ছা থাকেনা, সর্বদাই গা বমি বমি করে, রোগীর মাথার ভিতর যেন একটা গরম অনুভব করে, এবং

সর্বদাই ঠান্ডা বাতাস চায়। পায়খানা পরিষ্কার হয়না, মলে পিত্ত থাকে না। প্রস্রাব লাল বর্ণ হয়।

- ক্রিমি জনিত রোগের লক্ষন ঃ অন্ত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূতার মত অধিক পরিমানে ক্রিমি থাকলে এক প্রকার শিরপীড়া হয়। ইহা খালি পেটে বা উপবাশে বৃদ্ধি হয়। কিছু আহার করলে বা খোলা বাতাসে থাকলে উপশম।রোগীর মাথা গরম মাথার চাদিতে হাত দিলে গরম অনুভব হয়। ইহা ছাড়া গা গরম, চোখ বসে যায়, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখের রং বিবর্ন ইত্যাদি কতগুলো লক্ষন বর্তমান থাকে। কোন ঔষধ বা জেলাপে ক্রিমি বের হয়ে গেলে উপশম বোধ।
- মস্তিস্ক বিকৃত জনিত রোগের লক্ষনঃ যে কোন প্রকার মস্তিস্ক রোগ দেখাদিলে শিরঃপীড়া হতে পারে। ইহাতে স্নায়বিক শিরঃপীড়ার সমস্ত লক্ষন বর্তমান থাকে এবং নিদ্রায় এই রোগের উপশম হয় না বরং আরো বৃদ্ধি পায়। ইহাতে রোগীর স্মরন শক্তি কমে যায়। কথা বলতে পারেনা মুখের চেহারা বিবর্ন হয়ে যায়। প্রলাপ বকে অর্থহীন অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে।
- টিউবারকুলার রোগের লক্ষনঃ সাধারনত পিতামাতার ধাতুগত দোষ হতেই এই রোগ হয় এবং বাল্যকালে যৌবনের সূচনা লগ্নে ইহা দেখা দেয়। সাধারনত দেখা যায় যে এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের মাথা অপেক্ষাকৃত আকারে অনেক বড় এবং রোগী মাথায় সর্বদাই হাত দেয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে আরো একটি বিশেষ বিশেষ লক্ষন প্রকাশ লাভ করে থাকে যেমন সর্বদাই জল খাবার একটা প্রবনতা যেন পিপাসা লেগে আছে। কানদুটি বেশ উত্তপ্ত মনে হয়। মুখের চেহারায় শ্রীহীন ভাব প্রকাশ পায়। মুখমন্ডল বিশেষ করে ঠোট দুটি লাল বর্ণ দেখায়। ইহা এক প্রকার জটিল প্রকৃতির রোগ । এই জাতীয় শিরঃপীড়া সহজে আরোগ্য হতে চায় না। ইহার ভাবীফল অনেক ক্ষেত্রেই ভয়ংকর হয়।
- চিকিৎসা ঃ Bell, Ars, Nat Mur, Sangunaria, Nux V, Spaigelia, Silicea, Strikninum(ষ্ট্রিকনিনাম) Puls, Canabis Indica, Dubosia, Ipecac, Iris Vers, Platina, Sulpher, Thuja, Ceannothus,Gelsmi, Veren Veredi, Kaliphos

(Section A সেকশান এ)

Headache form Spine or Nape of Neck Goes Over Head

(মাথাব্যথা মেরুদন্ড ও ঘার হইতে সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পরে)

1. Sangunaria Can 200 (স্যাঙ্গুনেরিয়া ক্যান ২০০)

স্যাঙ্গুনেরিয়া ঃ মুখমন্ডল ফ্যাকাসে,মাথা ঘোরা তৎসহ ঝিমুনি ভাব ,নির্দিষ্ট সময় বাদে বাদে মাথাযন্ত্রনা ঐ সাথে বমি হতে থাকে, বমন উপস্থিত হলে পিত্তময়, পিচ্ছিল ও তিক্ত পদার্থ ও খাদ্য ওঠে তারপর রোগীর যন্ত্রনার উপশম হয়। সকালে শুরু হয়ে

সারাদিন ধরে বাড়তে থাকে, সন্ধ্যা নাহওয়া অবধি চলতে থাকে। ডান দিকে বেদনা বেশি। মনে হয় মাথা ফেটে যাবে। চোখদুটো যেন ঠেলে বের হয়ে আসবে-ঘুম হলে মাথাযন্ত্রনার উপশম হয়। সামন্য ব্যায়ামেও মাথাব্যথা বাড়ে।

দুপুরের রোদে, অতিরিক্ত শব্দ, আলো ও প্রচন্ড পরিশ্রমেও যন্ত্রনা বাড়ে। **আধকপালি বা মাইগ্রেনে এই ধরনের যন্ত্রনা হতে পারে**। চোখের জ্বালা, রোদের বা আলোরদিকে তাকাতে পারে না। **মাথাব্যথা ঘাড়ে আরম্ভ হয়ে উপরে আসে, মাথা ব্যথা পিছনের দিক দিয়া আরম্ভ হয় এবং সমগ্র মাথায় ছড়িয়ে পড়ে। কানের মধ্যে বাশির মত শব্দ,** মাথা দপদপকরে তৎসহ বমি, নাড়াচাড়ায় বৃদ্ধি সামান্য নড়াচড়ায় বা ঝাঁকি লাগলে বৃদ্ধি, আলোকে গোলমালে নড়াচড়ায় মাথাব্যথা প্রচন্ড ভাবে বৃদ্ধি পায়। শীতশীত ভাবসহ মাথায় যন্ত্রনা, **ভাল ঘুম হলে আর বেদনা থাকে না**। রোগী অন্ধকার ঘরে থাকতে চায় একবারে ঠান্ডা অবস্থায়। **মাথাব্যথার সহিত ডান চোখে ব্যথা**।

সূর্যোদয় হইতে সূযোর্দয় পর্যন্ত শিরঃপীড়া , আধকপালে (বিশেষতঃ দক্ষিন ভাগে) শিরঃ পীড়া; প্রতি সপ্তম দিবসে শিরঃপীড়া (স্যাবাডিলা, সিলিকা, সালফার) আট দিন পর পর ফিরিয়া আসে **আইরিস ভার্স**। মহিলাদের স্তনে টিউমার , রজোনিবৃত্তিকালের শিরঃপীড়া ও মাসিকের সময় শিরপীড়া। **নাসিকায় দুর্গন্ধ ও হলদেটে স্রাব, পলিপাস জনিত কারনে মাথাব্যথায় স্যাঙ্গুনেরিয়া উপকারী।**

রোগী ঘুমাতে গেলে হাতের তালু ও পায়ের তলা গরম হয় তারজন্য হাত পা শয্যার বাহিরে রাখিতে বাধ্য হয়।

স্যাঙ্গুনেরিয়া দ্বারা চিকিৎসা কালে যাদি কোন রোগীর অর্বুদ বের হয় তবে তাকে ফসফরাস দ্বারা চিকিৎসা করিতে হবে। ডানহাতে ও কাধে বাতের বেদনা, রাত্রিকালে বিছানায় শুইলে বাড়ে হাত তুলতে পারেনা। শিরপীড়ায় অন্ধকারে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

স্যাঙ্গুনেরিয়ার শিরপীড়ার রোগী খাইতে চায়, ক্ষুধা ক্ষুধা ভাব থাকে কিন্তু খাইতে পারেনা। শিরপীড়া ও শীতভাবের সহিত পাকস্থলিতে জ্বালা।

পেটের থেকে বা গ্যাস্টিক হেডএক ও স্যাঙ্গুনেরিয়া

পিপাসা বেশি, মসলাজাতীয় খাবার পছন্দ, মাখনে অনিহা।

কাতরতা : শীতকাতর২,গরমকাতর১

মায়াজম : সোরা+, সাইকোসিস+, টিউবার+

বৃদ্ধিঃ মিষ্টিদ্রব্যাদি খাইলে , ডানদিকে নড়াচড়ায় , স্পর্শে , রাত্রিতে ও উপবাসে

উপশমঃ প্রচুর প্রস্রাবে, বমিতে, মাথা হাতদিয়ে চেপে ধরলে, অন্ধকারে নিদ্রায়, অম্ল দ্রব্য খাইলে, স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে, টিপিলে, বামপার্শ্বে শুইলে ও নির্মল বায়ুতে।

2. Strontia Carb 30,200 (ষ্ট্রনশিয়া কার্ব ৩০,২০০)

মাথাব্যথা তৎসহ রক্তিম মুখমন্ডল (কপালের উপর -ভায়োলা অডো) দপদপকরে এবং স্পন্দিত প্রকৃতির, ঘাড় হতে আরম্ভ হয় এবং সমস্ত মাথায় ও চোখে ছড়িয়ে পরে অথবা উপরের চোয়ালে, আস্তে আস্তে বাড়ে এবং আস্তে আস্তে কমে (প্লাটিনা, স্টানাম) বমিবমি ভাব < সকালে, বিকালে ঠান্ডায়, মাথা নিচু করে ঘুমাইলে; > মাথা ঢেকে উষ্ণকরলে (ম্যাগ মিউর, সাইলি), সূর্যর আলোতে।

3. Selica (silicia)

সিলিকা (সাইলেসিয়া) ঃ ধাতু গত লক্ষন ঃ একটুতেই নার্ভস হয়ে পড়ে, খিটখিটে, রক্তপ্রধান ও সোরা দোষে দুস্ট এমন লোকদের পক্ষে উপযোগী। হালকা গায়ের রং সুন্দর শুকনো চামড়া ফ্যাকাসে দৃর্বল মুখাকৃতি, পেশিগুলো শিথিল। মাথা ও পেট বড় দেহ শীর্ণ হাড় নরম, দাঁত ও নখ খারাপ।

পুরোনো মাথার যন্ত্রনা, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম বা চিন্তার ফলে মাথার যন্ত্রনা। যারা অতিরিক্ত শীতকাতুরে এবং নার্ভাস, রোগা ভালোখাবার খেলেও শরীরে লাগেনা। মাথার পিছনের দিকে শুরু হয়ে ব্রক্ষতালুতে এবং ডান দিকের চোখে এসে শেষ হয়। <u>বেদনার সময় রোগী মনেকরে তাহার মাথাটি বুঝি এখনই ফাটিয়া যাবে, সেই সাথে টিকার দোষ যুক্ত আর্বিভুত নানা রকম চর্মপীড়া থাকে।</u> রোদ বাড়ার সঙ্গে মাথা যন্ত্রনার কোন সম্পর্ক নেই তবে যন্ত্রনা গরমে কমে । মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকলে আরাম বোধ করে। ঠান্ডা হাওয়ায় যন্ত্রনা বাড়ে। <u>বেশি পরিমান প্রস্রাব হলে যন্ত্রনা কমে</u>। মাইগ্রেনে এই ধরনের যন্ত্রনা হতে পারে। <u>৭ দিন অন্তর মাথায় যন্ত্রনা সকলের দিকে মাথায় যন্ত্রনা পশ্চাৎ মস্তকে শুরু হয় দুপুরে কপালে বা সম্মুখ মস্তকে।</u> দৃঢ়তা অভাব ও শীতার্ততা মাথায় ও পায়ের তলায় দুর্গন্ধ ঘাম বা বাধা প্রাপ্ত ঘামের কুফল। <u>উত্তাপে উপশম, আমাবশ্যা ও পূর্নিমায় বৃদ্ধি।</u>

মাথায় কানের পাশে, হাতে, পায়ে, বগলে দুর্গন্ধ ঘাম।

প্রবল শিরপীড়া বশতঃ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য প্রাতঃকালে শীত বোধ ও বমনেচ্ছা সহ চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, মস্তকের একপাশে ছিন্নকরার ন্যায় বেদনা, চক্ষুর উপর বেদনা, এমনকি দৃষ্টিপাত করিতে পরিশ্রম বোধ করে।

আধকপালে মাথা ব্যথা উহা মাথার ডানদিকে অধিক আক্রমন করে, বেদনা মাথার পিছন থেকে আরম্ভ হয়ে ক্রমস মাথার উপরের দিকে ওঠে, খুব জোরে বাধিলে কিংবা উত্তাপে উপশম হয়। কম বয়সিদের মাথায় টাক, কিছু খেতে গেলে ক্ষুধা কমে যায়। কব্জিতে আঘাত পাওয়া, <u>নখে সাদা সাদা বিন্দু</u>, অস্থির চামড়া।

শিরঃশূলে বিবমিষা বেদনা বেশি ডানদিকে,
উত্তাপে তা হ্রাস হয় যদি সাইলিসিয়া দাও তাকে।

<u>মাথাব্যথা দুপুর ১ টা হইতে রাত্রি ১০টা, মাথাব্যথা বিকাল ৩ টায়। মাথাব্যথা রাত্রি ৯ টায় উপশম।</u>

চোখঃ ঝলসায়, চোখের বেদনা দিয়ে তীব্র বেদনা বোধ।চোখের স্পর্শকাতরতা, চোখ বুঝলে বেদনা বৃদ্ধি।

স্বপ্নঃ ডুবিয়া যাইতেছে, জল, গুলি ছোড়ার শব্দ।

কাতরতা ঃ শীতকাতর৩, গরমকাতর১।

মায়াজম ঃ সোরা++, সিফিলিস+ সাইকোসিস+++, টিউবারকুলার+++

বৃদ্ধিঃ প্রতি পূর্নিমায়, ঠান্ডা বাতাসে, আমাবশ্যার পর, ঋতু স্রাবের সময়, শরিরীক এবং মানসিক উত্তেজনায়, ঝাকুনিতে, নড়াচড়ায়, খোলা বাতাসে

উপশমঃ আচ্ছাদিত অবস্থায়, মাথা ব্যথা চাপিলে, প্রচুর প্রস্রাবে কমে।

4. Acid Phos

এসিড ফস ঃ ধাতুগত লক্ষন ঃ যারা প্রথম জীবনে শক্ত সবল ধাতুর লোকছিলেন কিন্তু জৈব ও তরল পদার্থের অপচয়, অতিরিক্ত যৌন চারিতায়, ভয়ঙ্কর তরুন রোগে ভোগে, মনোকষ্ট শোক দুঃখ প্রভৃতি মানসিক আবেগে দীর্ঘদিন ভুগে অসুস্থ হয়ে পরেছেন তাদের অসুখে উপযোগী। এসিড ফসের রোগী খুব দ্রুত বাড়ে ও লম্বা হয়।

স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও ধাতু দৌর্ব্বল্য বশতঃ মস্তকে ও ঘাড়ে বেদনা। স্মরণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবন শক্তির হ্রাস। অবসাদ অবসন্নতা, সম্পুর্ন তন্দ্রাচ্ছন্ন বা উদাসভাব। দুধের মত সাদা প্রস্রাব বা ঘন ঘন প্রচুর প্রস্রাব, উদারময়ে উপশম এবং মলত্যাগ কালে প্রচুর বায়ু নিঃসরন।

ভারী কিছু চাপা পড়ে মাথার উপরটায় ফেটে যাওয়ার মত ব্যথা হয়। বহুদিন যাবৎ শোক, দুঃখ ভোগ করে স্নায়ুর অবসাদ, ভালোবাসায় হতাস হয়ে মাথার পেছনটায় ও ঘাড়ে যন্ত্রনা, সাধারনত মাথার পেছন থেকে শুরু হয়ে সামনে বেড়ে যায়, সাসান্য নড়াচড়ায় গোলমালে বিশেষতঃ সঙ্গীতে বাড়ে, শুয়ে থাকলে কমে (ব্রয়ো, জেলস, সাইলেসিয়া)। মনেহয় যেন তাহার মাথার উপড়ে পিশিয়া ফেলার মত একটু গুরু ভার চাপান আছে। মাথা ব্যথায় ঠান্ডা চায়, অল্প বয়সে চুল পাকা।সংগমের পর প্রবল মাথাব্যথা।

যে সকল স্কুল ছাত্রী যারা বেশি পড়াশুনা করে, চোখের পরিশ্রম করে (ক্যাল ফস, নেট্রাম মিউর- যে সব ছাত্র ছাত্রী খুব তারাতারি বেড়ে ওঠে তাদের মাথার যন্ত্রনায় খুব উপযোগী। প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে চায়না,উত্তেজিত হয়, কথা বললে মাথার যন্ত্রনা বাড়ে। রসালো বস্তু পছন্দ করে।

বৃদ্ধিঃ মানসিক বিকারে, রেতপাতে, কথাবার্তায়, অপরিমিত রতিক্রিয়ায়,স্পর্শে, বসিয়া থাকিলে, বাম পার্শ্বে শয়নে, কথাবার্তা বলিলে, শোকে দুঃখে।

উপশমঃ সামন্য ঘুমে উপশম, গরমে, আচ্ছাদনে, সান্ত্বনায়, নড়াচড়ায়।